বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

"আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলমীন, আস সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সাইয়েদিল মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী ওয়াআসহাবিহী ওয়াআউলিয়ায়ি উম্মতিহী আজমাইন"।

পেশ কালাম

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত আম্বিয়া (আঃ) এর শুভাগমন দুনিয়ায় ইসলাম নামের যে প্রাসাদ গড়ে উঠে ছিল তার পূর্ণতা সাধন করেন সাইয়েদিল মুরসালীন খাতেমুন নবীয়ীন রাহ্‌মতুলিল আ'লমীন হযরত মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সঃ)। আলকোর্‌আনে হযরত মহানবী (সঃ) এর উপর সিলসিলায়ে নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়েছে। নবুওয়াতের ধারা তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত চিরতরে রুদ্ধ। নবী ও রসুল গণের আগমন শেষ, কিন্তু তাঁদের দাওয়াতী মিশন কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তবে কলুষ কালিমা পাপ পংকিলতায় নিমজ্জিত, সমাজ জীবনের সংস্কার সাধনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আবির্ভূত হবেন অনেক আউলিয়া, বুজর্গ, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ। যাঁদের পরশে পরম স্বস্থি লাভ করবে সত্যানুসন্ধানীদের হাহাকার অন্তর।

হিজরী ১৩০০ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে ইসলামের চরম অবনতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ে খেলাফতের ধ্বজাধারী তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলাফতের অবসানে ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তির উৎস নিস্প্রান হয়ে পড়ে। অপর দিকে অশুভ পাশ্চাত্য জড়বাদ, নাস্তিক সমাজতন্ত্রবাদ ও ক্রম বিকাশমান বিশ্বে মুসলমানদের তওহিদী প্রেরণাকে বিপর্যস্থ করে তোলে। এই সুযোগে ইহুদীরা বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করে ইসলামকে ধ্বংস করার পায়তারা করতে থাকে। বাংলাদেশের মুসলমানেরাও এই ষড়যন্ত্রে পতিত হয়ে আল্লাহর প্রদত্ত ও হযরত মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সঃ) প্রদর্শিত মূল সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়তে থাকে। বাংলার জমিনেও নবীজির সীরতের আলো নিস্প্রান হয়ে যাচ্ছিল, বিভিন্ন মতবাদের বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল। ইসলামের এই দুঃসময়ে ঘূনে ধরা সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য আবির্ভূত হলেন প্রখ্যাত আলেম, অলিয়ে কামেল, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, বানীয়ে মাহফিলে সীরতুন্নবী (সঃ) হযরত আলহাজ্ব **শাহ্ মৌলানা হাফেজ আহম্মদ (রঃ আঃ) শাহ্ ছাহেব কেবলা চুনতী।**

তিনি সুস্পষ্ঠভাবে উপলব্দি করেছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত ও রসুল (সঃ) প্রদর্শিত মূল সত্য থেকে বিচ্যুতিই মুসলমান সমাজের দূরাবস্থা ও অধপতনের এক মাত্র কারণ। তাই তিনি সীরতুন্নবী (সঃ) তথা আলকোরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সর্ব প্রথম ১৯৭২ ইং সনে মোতাবেক ১৩৯২ হিজরী ১২ই রবিউল আউয়াল অশ্রুতপূর্ব **সীরতুন্নবী (সঃ) নামে ১৯দিন ব্যাপী** এক ঐতিহাসিক মাহফিলের গোড়া পত্তন করেন। রবিউল আওয়াল মাস সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মহামানব মহানবী হযরত মোহাম্মদুর রসুলুলহ (সঃ) দুনিয়ার বুকে আবির্ভাবের পবিত্র মাস।

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকাসত্ত্বেও তারা আজ সর্বত্র বিজাতী-বির্ধর্মীদের হামলার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। তাঁদের ভূল ত্রুটি উপলব্দি করার এবং সংশোধন করার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলা (রাঃআঃ) এর প্রবর্তিত ১৯দিন ব্যাপী এই মাহফিলে দিশেহারা তৌহিদী জনতা এক প্যাট ফরমে জড়ো হয়ে বিনা দ্বিধায় খোদাদ্রোহী মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সুযোগ পায়। আসুন আমরা আলাহ্র কিতাব ও নবীজী (সঃ) এর সুন্নতের ধারাবাহিক আলোচনা সমূহ শ্রবণ করে ইসলামের সুষ্ঠ ধারণা অর্জন করে আলাহ্ ও তার প্রিয় রাসুলের (সঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দো জাহানের কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করি। আলাহ্ আমাদের সহায় হউন।

"হযরত শাহ ছাহেব কেবলাকে যেমন দেখেছি"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ১৯দিনব্যাপী ঐতিহাসিক মাহফিলে সীরতুন্নবী (সঃ) এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) দক্ষিণ চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বুজর্গানে দ্বীনের আবাস ভূমি চুনতী গ্রামে ১৯০৭ ইংরেজী সনে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ (রঃ)। মাতার নাম হাজেরা খাতুন ৭ বৎসর বয়সে তাঁকে ফেলে দুনিয়া ছেড়ে পরলোকে চলে যান। পিতামহ আলহাজ্ব মুফতি মাওলানা কাজী ইউছুফ (রঃ) এর পারিবারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করে পর্যায়ক্রমে চুনতী সামিয়া মাদ্রাসা ও চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা এবং উপমহাদেশের বিখ্যাত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বলতেন আলাহ্ পাকের নিকট তাঁর দুটি আরজ ছিল। তাঁর মধ্যে একটি ছিল জ্ঞান, অপরটি প্রকাশ করতেন না। তিনি ইল্ম, আমল, ঈমান ও এবাদতের জন্য সব সময় আলাহ্ পাকের নিকট শুকরিয়া আদায় করতেন।

শিক্ষা জীবনের পর একবার আকিয়াবে তাঁদের জমিদারী দেখার জন্য গিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে বার্মার বর্তমান মায়ানমারের ভামু শহরে বেড়াতে যান। ওখানকার জনগন তাঁহার এলেম ও আমলে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কর্মজীবনে শরীয়তের ইলম, নামাজ, রোজা ইত্যাদির সঙ্গে বাতেনী ইবাদতও আবশ্যক মনে করে কাজ করতে করতে এক সময়ে সত্যের সন্ধানে লোকালয় ত্যাগ করে ৩৭ বৎসর আলাহ্র জিকির ও রসুল (সঃ) এর প্রশংসা করে ঘুরে বেড়াতেন, পাহাড়ে-অরণ্যে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এবং গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তখন তিনি সর্বদা নিম্নবর্ণিত পংক্তিগুলি পড়তে থাকতেন।

"হাম মাজারে মোহাম্মদ (সঃ) পে মর জায়েঙ্গে, জীন্দেগী মে য়াহী কাম কর জায়েঙ্গে"

(অর্থ:- হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর উদ্দেশ্যে আমার জীবন উৎসর্গিত, সারা জীবন তাঁর ধ্যানেই আমি থাকব নিয়োজিত।)

আলাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে অবশেষে তিনি হেদায়তের মশাল হাতে ফিরে আসেন লোকালয়ে। তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। ছাত্র জীবনে পঞ্চাশ/ষাট বৎসর পূর্বে পঠিত আরবী, ফার্সী, উর্দ্দূ কবিতা এমন কি তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ্ সহ বিভিন্ন বিষয়ে মুখস্ত বলতে পারতেন। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত আলেমগণ যখনই তাঁর দরবারে আসতেন উনার কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর পানে চেয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার সকল ভয়ভীতির উর্ধে। আলাহ্র সুন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই মানুষের সাথে শত্রুতা আবার আলাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই মানুষকে মহাব্বত করতেন। যা ছিল হাদিস শরীফের হুবহু অনুকরণ। আলেমগরে মন্তব্য/উক্তি-

আলাহ রাব্বুল আ'লমীন তাঁকে বিশ্ব জগতের রহমতরূপে, বিশ্বমানবের আদর্শরূপে, ইহকালীন জীবনের শান্তি ও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও নাজাতের পয়গাম নিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি স্রষ্টার সঠিক পরিচয় মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। আমাদের পেয়ারা রসুল (সঃ) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ব্যাপারে প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছেন সুস্পষ্ট নির্দেশ, সর্বোত্তম আদর্শ। আধুনিক সভ্যতা সর্বাপেক্ষা তাঁর কাছে ঋনী। দুনিয়া যত সামনে এগিয়ে যাবে তাঁর প্রভাব, তাঁর অবদান তত বেশী অনুভব করবে, তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য্য প্রমানিত হবেন। বিশ্ব ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে সালতানাতে মোস্তফা (সঃ)। এই অনিবার্য পরিণতির আলামত উপলব্ধি করে বস্তুবাদী ও পুজিঁবাদী দুনিয়া আজ দিশেহারা। তাঁরা মেতে উঠেছে রসুলাহ (সঃ) এর আদর্শের বিরুদ্ধে।

হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলা (রঃআঃ) এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি রসুলুলাহ (সঃ) এর এযাজত প্রাপ্তির পর্ আপামর জনসাধারণের জন্য মাহফিলে সীরতুন্নবী (সঃ) ও চুনতী হাকিমিয়া মাদ্‌রাসাকে কামিল পর্যায়ে (টাইটেল স্তরে) উন্নীত করে হাদীসের উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলা (রঃ) কতৃক প্রবর্তিত **সীরত মাহফিল** বিশ্ব ব্যাপী সুন্নতের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাগরণ মুখর একটি সুমহান কার্যকরী পদক্ষেপ। **১৯ দিনব্যাপী স্থায়ী** অত্র মাহফিলের অনুষ্ঠান সূচীর আলোচ্য বিষয়াদীর পর্যালোচনা করলে এই সত্য পরিস্কার হয়ে উঠবে। "সীরত" আরবী শব্দ, এর অর্থ চরিত্র, জীবন ব্যবস্থা, জীবনের অবলম্বন, জীবন ব্যাপী ঘটনালী ইত্যাদি। বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাহমতুলীল আ'লমীন হযরত মুহাম্মদুর রসুলুলাহ (সঃ) এর জন্ম লগ্নের কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর উপর আলোচনাই ছিল এক কালে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ), ইয়ামুন্নবী (সঃ) বা নবী দিবসের আলোচ্য বিষয়। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রসুলুলাহ (সঃ) তেষট্টি বৎসর বিশেষত নবুওয়্যাতের তেইশ বৎসর এই পৃথিবীকে সত্য ও আলোর সন্ধান দিয়ে আলাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন, রেখে গেলেন মানব সমাজের জন্য অমূল্য দুইটি সম্পদ "আলাহর কিতাব" ও "তাঁর সুন্নত" বা "সীরত"। আমাদের জন্য রাখা এই অফুরন্ত ভান্ডার যুগ যুগ ধরে আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবী রাখে। তাই সীরতুন্নবী (সঃ) মাহফিলে নবীজীর (সঃ) পবিত্র জীবনের বিভিন্ন মুখী আলোচনা মুসলমানদের জন্যেত বটেই, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনগোষ্টির জন্য এক অনন্য সাধারণ তাৎপর্য বহন করে। যা মহা প্রলয়ের দিন পর্যন্ত লিখে ও বলে শেষ করার নয়। আজ সমগ্র বিশ্বে এমনকি মুসলিম শক্তিতে ঈর্ষান্নীত পাশ্চাত্য দেশে ও সীরতুন্নবী (সঃ) মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইহা তৌহিদী জনতার জাগরনের এক শুভ সূচনা। তাই একবিংশ শতাব্দীতে মোহাম্মদুর রসুলুলাহ (সঃ) এর উম্মতগণের অবশ্য কর্তব্য হবে এই চ্যালেঞ্জের সাথে মোকাবেলা করে সর্বত্র বিশ্ব নবী (সঃ) এর আদর্শকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। বিশ্ব নবীর উম্মতের দাবীদার প্রায় ১৫০ কোটিরও অধিক মানুষ। এই উম্মতদের কব্জায় অর্ধ শতাধিক দেশের কর্তৃত্ব, গুরুত্ব পূর্ণ ভৌগোলিক বাণিজ্যিক ও সামরিক স্থান সমূহ।

উনি ছিলেন উনার সময়কার এক বিশিষ্ট মর্যাদা প্রাপ্ত অলি। উনার কারামতের কথা এত অল্প পরিসরে লিখা সম্ভব নয়। কিছু কথা না লিখলে হয়না, তবে উনার ওফাতের পরও উনার প্রতিষ্ঠিত ১৯ দিন ব্যাপী সীরতুন্নবী (সঃ) মাহফিল অদ্যবধী যথারীতি উদজাপিত হয়ে আসছে।

উলেখ্য যে, উনার অবর্তমানেও সীরতুন্নবী (সঃ) এর চাঁদার টাকা পারিবারিক কাজে ব্যয়ীত হয় না। অর্থ সম্পদের ব্যাপারে উনার কোন মোহ ছিল না। ভক্ত দের দেয়া অর্থও তিনি গরিব-দুঃখিদের কে বিতরন করে দিতেন। মৃত্যু কালে তাহার নিকট সঞ্চয় বলিতে এক কপর্দক ও ছিল না।

হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলা ছিলেন এক জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী, উনার পরশে পরম শান্তি লাভ করত সত্যানুসন্ধানীদের হাহাকার অন্তর, উনার পবিত্র চেহারার দর্শনান্তে দর্শনার্থীরা পেত পরম পরিতৃপ্তি।

রবিউল আউয়াল মাসে চাঁদ উঠার পর হতে উনি বেহাল হয়ে পড়তেন। মাহফিলে সীরতুন্নবী (সঃ) এর আখেরী মুনাজাতের পর বেশ কিছুদিন উনি শোকাহত মনে কান্না জড়িত অবস্থায় থাকতেন। মাহফিল চলাকালে উনি প্রায়ই গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ওয়ায়েজীনগণের উপর অর্পিত বিষয়বস্তু কতটুকু আদায় হয়েছে, কি ভূল ভ্রান্তি হয়েছে, পরবর্তীতে উনি তা বলে দিতেন। এমন কি মাহফিলের কাজে সার্বক্ষণিক যারা নিয়োজিত থাকতো তাদের ভূল ভ্রান্তিও উনার দৃষ্টির বাইরে ছিল না। উনার এহেন কারামাত দেখে ও শুনে সকলে ভয়ে ভয়ে থাকত। হযরত শাহ ছাহেব কেবলার ইন্তিকালের পর আজ পর্যন্তও এই ভয়-ভীতি অন্তরে পোষণ করে মাহফিলের সর্বস্তরের কর্মীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে আদায় করে যাচ্ছেন। ইহা উনার নবীপ্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আলাহ্ তাঁর দরজা আরও বুলন্দ করুণ। আমিন

আশেকে রসুল (সঃ) মুজাদ্দেদে মিলাত বানীয়ে সীরত আলহাজ্ব হযরত শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) তাঁর প্রবর্তিত সীরতুন্নবী (সঃ) মাহফিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য গড়ে গেছেন ১৩ একর আয়তন বিশিষ্ট এক বিশাল সীরত ময়দান। যার পশ্চিম প্রান্তে উনার অভিপ্রায় অনুযায়ি নির্মিত হয়েছে একটি সুরম্য জামে মসজিদ ‘মসজিদে বায়তুলাহ’। এই মসজিদে বায়তুলায় প্রায় পাঁচ হাজার মুসুলী-এক সাথে নামাজ আদায় করতে সক্ষম। সীরত ময়দানের উত্তর পূর্ব কোণে নির্মিত সুন্দর ইমারত যাতে ওয়ায়েজীনে কেরাম গণের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে।

হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলা (রঃ) অসংখ্যা ভক্ত ও গুণগ্রাহীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে সীরতুন্নবী (সঃ) মাহ্ফিল এর ১৯দিন পূর্বে ২৩শে সফর ১৪০৪ হিজরী ২৯শে নভেম্বর ১৯৮৩ ইংরেজী ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা সোমবার দিবাগত রাত ১২টা ১৫মিনিটে উনার রবের সান্নিধ্যে চলে যান “ইন্নালিলাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন”।

মসজিদে বায়তুলাহর দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি চীর নিদ্রায় শায়িত থেকে যেন প্রত্যক্ষ করছেন উনার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ। রব্বুল আলামীন উনাকে জান্নাতের আলা মকাম নছীব করুন এবং উনার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন।

আমীন ॥

মাহ্ফিলে সীরতুন্নবী (সঃ) এর কর্মী বৃন্দ।